গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়
জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
প্রশাসন-২ অধিশাখা
www.emrd.gov.bd

বিষয়ঃ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ এর মে/২০১৯ মাসের মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	:	**আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম** সচিব, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ
তারিখ	:	২৮-০৫-২০১৯
সময়	:	সকাল ১০.০০ টায়
স্থান	:	বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিত সদস্য	:	**পরিশিষ্ট-ক**

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপসচিব (প্রশাসন-২), জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ পাওয়ার পয়েন্টে পর্যায়ক্রমে সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করেন।

২। সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের সম্মতিতে গত ২৪-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৩। গত ২৪-০৪-২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক সমন্বয় সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বিষয়ে নিম্নরূপ আলোচনা, পর্যালোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.১	**অনিষ্পন্ন/অপেক্ষমান বিষয়:** (ক) সভার শুরুতে অনিষ্পন্ন/অপেক্ষমান গুরুত্বপূর্ণ কার্যক্রমের বিষয়ে আলোচনায় জানানো হয় যে, ৯ই আগস্ট/২০১৯ তারিখ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস পালন, স্টেক হোল্ডারদের সঙ্গে নিয়ে জ্বালানি সপ্তাহ/২০১৯ পালন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রেজেনটেশন প্রস্তুত করা ও জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপনে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রস্তুতি প্রভৃতি বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্যাস ও তেল সেক্টরের কার্যক্রমে দীর্ঘদিনের প্রচলিত বদ্ধমূল ধ্যান ধারণা থেকে বেড়িয়ে এসে সুশাসন নিশ্চিত করতে অটোমেশনের নিমিত্ত যুগ্ম-সচিব (পরিকল্পনা) এর নেতৃত্বে এ বিভাগে গঠিত কমিটি কাজ করছে। কমিটি ইতোমধ্যে বেশ কয়েকটি সভা করেছে। সভায় কি কি সুযোগ তৈরি করা যায়, ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা, প্রতিটি সংস্থা/কোম্পানিতে বর্তমানে কি কি সফটওয়ার রয়েছে তার একটি তালিকা প্রণয়ন এবং মডিউলসমূহ আইডেনটিফিকেশন করার বিষয় গুরুত্ব দিয়ে কাজ করছে। ইআরপি কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে অটোমেশন কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করে কমিটির নাম "এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ইআরপি ও অটোমেশন সংক্রান্ত কমিটি" গঠন করা হবে মর্মে সভায় জানানো হয়।	(ক) ৯ই আগস্ট/২০১৯ জাতীয় জ্বালানি নিরাপত্তা দিবস বিষয়ে গঠিত কমিটির সভা আহবান করতে হবে। (খ) স্টেক হোল্ডারদের নিয়ে জ্বালানি সপ্তাহ/২০১৯ পালন করার উদ্যেগ গ্রহণ করতে হবে। (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক এ বিভাগ পরিদর্শন উপলক্ষ্যে প্রেজেনটেশন চূড়ান্ত করতে হবে। (ঘ) জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপনে আয়োজিতব্য আন্তর্জাতিক কনফারেন্সের প্রস্তুতির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। (ঙ) পেট্রোবাংলা ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের কার্যক্রম অটোমেশনের আওতায় এনে এ বিভাগে বিদ্যমান ইআরপি কমিটির কার্যপরিধির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করে কমিটির নাম "এ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের ইআরপি ও অটোমেশন সংক্রান্ত কমিটি" করতে হবে।	প্রশাসন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ উন্নয়ন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ প্রশাসন অনুবিভাগ

Faijul.

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৩.২	(ক) জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের নিকট সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থার এবং দপ্তর/সংস্থার নিকট এ বিভাগের বিভিন্ন শাখার অনিষ্পন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনাকালে সভায় জানানো হয় যে, সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা হতে প্রেরিত পত্রাদি সচিবালয় নির্দেশমালা অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হয়। এছাড়া "গ্যাস বিপণন বিধিমালা-২০১৬" যতদ্রুত সম্ভব হালনাগাদ করার কার্যক্রম অব্যাহত আছে। দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত পেন্ডিং বিষয়ে কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনার প্রেক্ষিতে বিপিসিতে চ্যাটার্ড একাউনটেন্ড নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় জানানো হয় বিপিসি'র অর্গানোগ্রামে চ্যাটার্ড একাউনটেন্ড এর কোন পদ নেই। বর্তমানে সংস্থার ফিন্যান্স ডিভিশন চ্যাটার্ড একাউনটেন্ড এর যাবতীয় কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। তাছাড়া চ্যাটার্ড একাউনটেন্ড নিয়োগ প্রদান সময় ও ব্যায় সাপেক্ষ।	(ক) এ বিভাগের বিভিন্ন শাখায় বিভিন্ন দপ্তর/সংস্থার অনিষ্পন্ন বিষয় বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ চিঠি পত্রের তথ্য নির্ধারিত ছকে (চলমান, কত দিন ধরে অনিষ্পন্ন, কোন দপ্তরে অনিষ্পন্ন উল্লেখসহ) প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। (খ) যথাশীঘ্র সম্ভব "গ্যাস বিপণন বিধিমালা -২০১৬" হালনাগাদ করতে হবে। (গ) দপ্তর সংস্থাসমূহের অর্গানোগ্রাম, আইন, বিধিমালা সংক্রান্ত কোন বিষয় পেন্ডিং থাকলে তা দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে। (ঘ) বিপিসিতে চ্যাটার্ড একাউনটেন্ড নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	এ বিভাগের সকল শাখা ও সংশ্লিষ্ট দপ্তর/ সংস্থা/ কোম্পানি।
৩.৩	বিপিসি'র নিকট ভ্যাট বাবদ এনবিআর এর বকেয়া পাওনার বিষয়ে আলোচনা হয়। কনজিউমারের নিকট হতে গৃহীত ভ্যাট ২,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদানের জন্য সম্প্রতি অর্থ সচিব মহোদয় কৃর্তক প্রেরিত ডিও পত্রের উপর সভায় আলোচনা হয়। ভ্যাট বাবদ অপরিশোধিত অর্থ পরিশোধপূর্বক এ বিভাগকে অবহিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া পেট্রোবাংলা ও বিপিসি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাথে ট্যাক্স ও ভ্যাট সংক্রান্ত অমিমাংসীত বিষয়ে সভা করে তা সুরাহা করার জন্যও তিনি নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) কনজিউমারের নিকট হতে গ্রহীত ভ্যাট বাবদ ২,৩৮৮.৫০ কোটি টাকা সরকারি কোষাগারে জমা প্রদান করে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। (খ) পেট্রোবাংলা ও বিপিসি জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর সাথে ট্যাক্স ও ভ্যাট সংক্রান্ত অমিমাংসীত বিষয়ে সভার আয়োজন করবে।	বিপিসি ও পেট্রোবাংলা
৩.৪	সভায় জানানো হয় যে, বিমানের নিকট হতে পাওনা আদায় এবং জেট ফুয়েলের দাম নির্ধারণের বিষয়ে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে গত ০৬-০৫-২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সারচার্জ এবং বকেয়া পাওনা পরিশোধের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	বিপিসি ও পদ্মা অয়েল কোম্পানি প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত ০৬-০৫-২০১৯ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।	বিপিসি ও পদ্মা অয়েল কোম্পানি
৩.৫	বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অভিন্ন পদবির চাকরি বিধিমালা প্রস্তুত করার বিষয়টি গত ২০১৬ সাল থেকে অনিষ্পন্ন অবস্থায় রয়েছে। সভায় পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য যেমন-অভিন্ন চাকরি বিধিমালা রয়েছে তেমনি বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন পদবি, বেতন কাঠামো, নিয়োগ ও পদোন্নতির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য যেমন-অভিন্ন চাকরি বিধিমালা রয়েছে তেমনি বিপিসি ও এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের জন্য অভিন্ন পদবি, বেতন কাঠামো, নিয়োগ ও পদোন্নতির চাকরি বিধিমালা প্রণয়ন করতে হবে।	বিপিসি ও প্রশাসন-৩ অধিশাখা

Faijul.

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৪.	**অডিট আপত্তি:** এ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব (অপারেশন) জানান ক্রমপুঞ্জিত অনিষ্পন্ন নিরীক্ষা আপত্তি যথাসময়ে নিষ্পত্তির বিষয়ে এ বিভাগে সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বিপিসি, পেট্রোবাংলার ও তাদের অধীন কোম্পানিসমূহের মোট ৫৮১৪টি আপত্তি রয়েছে। বিভিন্ন দপ্তরে অডিট সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োজিত লোকবলের তুলনায় আপত্তি নিষ্পত্তির সংখ্যা অপ্রতুল। সভাপতি জানান, অডিট সংখ্যা বৃদ্ধি ও অনিষ্পন্ন থাকার মূল কারণ হচ্ছে সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে মনোযোগ না দেয়া এবং বিষয়গুলো পর্যবেক্ষণ না করেই দায়সারাভাবে কার্য সম্পাদন করা। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট কর্মচারীগণও এ বিষয়ে খুব প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বা অভিজ্ঞ নন। তিনি প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তাকে অন্তর্ভুক্ত করে "অডিট আপত্তি উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি" শিরোনামে প্রশিক্ষণ মডিউল প্রণয়ন করে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদানের নির্দেশনা প্রদান করেন। সিএও জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগ ও অডিট সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ এই প্রশিক্ষণ দিবেন। সভাপতি আরও নির্দেশনা প্রদান করেন যে, একটি দপ্তরের বৎসর ভিত্তিক অডিট আপত্তির ধরণ নির্ধারণ করে নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) অডিট আপত্তির উৎপত্তি ও নিষ্পত্তি শিরোনামে প্রশিক্ষণ মডিউল তৈরি করতে হবে এবং সংশ্লিষ্ট অভিজ্ঞ কর্মকর্তাদের দিয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে। (খ) প্রতিটি দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি বৎসর ভিত্তিক অডিট আপত্তির ধরণ নির্ধারণ করে পৃথক পৃথক তালিকা প্রস্তুতপূর্বক নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।	বাজেট শাখা/সিএও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৫.	**বিভাগীয় মামলা নিষ্পত্তি:** বিভাগীয় মামলা নিরোধকল্পে পেট্রোবাংলা ও এর অধীন কোম্পানিসমূহ নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের আয়োজন করছে। এছাড়া এপিএ এর আবশ্যিকতা থাকায় প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।	পেট্রোবাংলা ও বিপিসি'র বিভাগীয় মামলা দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।	বিপিসি/ পেট্রোবাংলা ও কোম্পানিসমূহ
৬.	যমুনা অয়েল কোম্পানি লি: এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধ তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ তদন্তে যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড কর্তৃক গঠিত তদন্ত কমিটি উক্ত অভিযোগ/ঘটনার সত্যতা পায়নি। এ বিষয়ে সভায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়। ব্যবস্থাপনা পরিচালক জানান যে, সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক কমিটির প্রতিবেদন পুন:যাচাই করার জন্য কমিটিকে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। সুষ্ঠু ও বস্তুনিষ্ঠ তদন্তের জন্য কমিটি সময় বৃদ্ধির আবেদন করায় কমিটির সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে এবং অভিযোগ প্রমাণিত না হওয়া পর্যন্ত বিষয়টি কোনক্রমেই নিষ্পত্তি করার অবকাশ নেই মর্মে সভাকে অবহিত করা হয়।	যমুনা অয়েল কোম্পানি লিমিটেড এর চাঁদপুর ডিপোতে অবৈধভাবে তেল গ্রহণ ও বিক্রির অভিযোগ প্রমানের বিষয়ে গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	বিপিসি ও জেওসিএল
৭.	**আদালতে বিচারাধীন মামলা:** পেট্রোবাংলা ও এর বিভিন্ন কোম্পানির মোট মামলা সংখ্যা ২০০৬টি। গত মাসে ৩৮টি মামলা নিষ্পত্তি হয়েছে। এর মধ্যে তিতাসেরই ২৯টি মামলা রয়েছে। পেট্রোবাংলা, বিপিসি এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের বিচারাধীন কোন্ মামলার জন্য কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা এ সব বিষয় এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে। এছাড়া, আইনজীবীদের সাথে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মকর্তা ও সংশ্লিষ্ট উইং প্রধানের সমন্বয়ে সময়ে সময়ে সভা অনুষ্ঠান এবং বছরভিত্তিক মামলার তালিকা প্রস্তুতের বিষয়ে সভায় নির্দেশনা প্রদান করা হয়।	(ক) আদালতে চলমান মামলাসমূহ নিয়মিত এবং যথাযথভাবে তদারকি নিশ্চিত করতে হবে। (খ) গুরুত্বপূর্ণ মামলার ক্ষেত্রে বিজ্ঞ অ্যাটর্নি জেনারেলের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিতে কোন্ মামলায় কোন্ আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে, কতদিন ধরে তা পেন্ডিং রয়েছে, পরবর্তী শুনানি কখন হতে পারে, এবং মামলা নিষ্পত্তির বিষয়ে কোন্ কর্মকর্তা নিয়োজিত রয়েছেন; তিনি সঠিকভাবে তদারকি করছেন কিনা সেসব বিষয়ে এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

Faijul.

ক্র.নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৮.	**অনিষ্পন্ন অবসর ভাতা:** পেট্রোবাংলা এবং এর আওতাধীন কোম্পানিসমূহের অনিষ্পিন্ন অবসরভাতা নিয়ে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। দুদক কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা এবং পেন্ডিং অবসরভাতা বিষয়ে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের উপর গুরুত্বারোপ করা হয়।	অবসর ভাতা সহজীকরণ নীতিমালা অনুযায়ী অনিষ্পন্ন অবসর ভাতার আবেদন (যদি থাকে) অতি দ্রুত নিষ্পত্তি করতে হবে।	এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা এবং দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
৯.	**ভূ-সম্পত্তি হতে অবৈধ দখল উচ্ছেদ ও নামজারী সম্পাদন:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন সংস্থা/ কোম্পানিসমূহের ভূ-সম্পত্তি অবৈধ দখলে থাকলে তা থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ এবং জমির মালিকানা সঠিক রাখার জন্য যথাসময়ে নামজারী সম্পাদন করা প্রয়োজন। একইসংগে দপ্তর/সংস্থার সম্পত্তির বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য পরামর্শ প্রদান করা হয়। চেয়ারম্যান ভূমি সংস্কার বোর্ডকে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক বকেয়া ভূমি করের বিবরণী প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। পত্রের জবাব পাওয়ার পর পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।	(ক) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জমি থেকে অবৈধ দখলদার উচ্ছেদ করতে হবে এবং জমির বিষয়ে কোন মামলা থাকলেও নিয়মিত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে হবে। (খ) ভূমি সংস্কার বোর্ডকে দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি ভিত্তিক বকেয়া ভূমি করের বিবরণী প্রাপ্তির পর এ বিভাগকে অবহিত করে পরিশোধের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি। প্রশাসন-৩ অধিশাখা
১০.	**বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (APA):** সভায় জানানো হয় যে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরের খসড়া এপিএ ইতোমধ্যেই মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং উক্ত এপিএ'র উপর ১৯-০৫-২০১৯ তারিখে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ'তে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে যৌক্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সভাপতি মহোদয় এপিএ'র যাবতীয় কার্যাবলী যথাযথভাবে সম্পাদনের নির্দেশনা প্রদান করেন।	২০১৯-২০ অর্থ বছরের এপিএ'তে বর্তমান সরকারের নির্বাচনী ইশতেহার, এসডিজি, রুপকল্প-২০২১ ও ২০৪১ এর আলোকে যৌক্তিক কার্যক্রম অন্তর্ভুক্তসহ বস্তুনিষ্ঠ এপিএ প্রণয়ন করতে হবে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ হতে প্রেরিত নির্দেশনা অনুযায়ী এপিএ সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যাবলী যথাসময়ে বাস্তবায়ন করতে হবে।	এপিএ টিম ও সংশ্লিষ্ট সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।
১১.	**অনলাইন কার্যক্রম:** জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের সমুদয় তথ্যের অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে এ বিভাগের ওয়েব সাইট। এ বিভাগে সম্পাদিত যাবতীয় কার্যক্রম সন্নিবেশ করে ওয়েবসাইট হালনাগাদ রাখার উপর সভায় বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-ফাইলিং:** সকল নথি (কতিপয় বিষয় ব্যতিত) ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে নিষ্পত্তি করার জন্য সভাপতি মহোদয় নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া এ বিভাগের দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানিসমূহের অবস্থান ভাল পর্যায়ে না থাকায় এক্ষেত্রে আরও যত্নবান হওয়ার জন্য সভায় বিশেষভাবে গুরুত্বারোপ করা হয়। **ই-টেন্ডরিং:** সভায় ই-টেন্ডারিং পদ্ধতি পর্যায়ক্রমে শতভাগে উন্নীত করার উদ্যোগ গ্রহণ করার বিষয়ে সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন। সংস্থা/কোম্পানিসমূহের চলমান/আহবানকৃত দরপত্রে মোট সংখ্যা, তার মধ্যে ই-দরপত্রের সংখ্যা, টাকার পরিমান ও দরপত্রের তারিখ সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেন।	(ক) এ বিভাগ সম্পর্কিত সকল কার্যক্রম/বিষয় প্রতিবেদন ওয়েব সাইটে থাকতে হবে এবং নিয়মিত ওয়েব সাইট হালনাগাদ করতে হবে। (খ) এ বিভাগের প্রতিটি শাখা/অধিশাখা হতে প্রতিমাসে ই-ফাইলিং এর মাধ্যমে সকল নথি (কতিপয় ব্যত্যয় ব্যতিত) নিষ্পত্তির বিষয়টি নিশ্চিত করতে হবে। (গ) দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানির ই-নথিতে কার্যক্রম সম্পাদন বৃদ্ধি করতে হবে। (ঘ) চলতি মাস পর্যন্ত চলমান/আহবানকৃত দরপত্রের বিভিন্ন তথ্য সম্বলিত প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।	আইসিটি শাখা এ বিভাগের সংশ্লিষ্ট শাখা/অধিশাখা এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানি।

Faijul

ক্র. নং	আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১২.	**ব্লু-ইকোনমি সেল:** সভায় ব্লু-ইকোনমি সেলের জন্য পদ সৃজন, যানবাহন, অফিস সরঞ্জামাদি টিওএন্ডইভুক্ত করার বিষয়ে আলোচনা হয়। সভায় জানানো হয় ব্লু-ইকোনমি সেল হতে প্রেরিত প্রস্তাব অসম্পূর্ণ হওয়ায় পূর্ণাঙ্গ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের নির্ধারিত ছকে ১৭ কলামে তথ্যাদি সন্নিবেশ করে ব্লু-ইকোনমি সেল তা এ বিভাগে প্রেরণ করবে এবং আগামী সভার পূর্বেই ব্লু-ইকোনমি সেলের অর্গানোগ্রাম জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।	আগামী সভার পূর্বেই ব্লু-ইকোনমি সেলের অর্গানোগ্রাম ব্লু-ইকোনমি থেকে সংগ্রহপূর্বক জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	প্রশাসন-২ অধিশাখা ও ব্লু-ইকোনমি সেল
১৩.	জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের আওতাধীন দপ্তর/সংস্থা/কোম্পানি'র যে সকল কার্যক্রমের সাথে দ্বৈততা/সমস্যার সৃষ্টি হয় তার তালিকা আগামী ১৫ জুন' ২০১৯ তারিখের মধ্যে এ বিভাগে প্রেরণের বিষয়ে আলোচনা হয়। আলোচনায় বিইআরসি'র পূর্বের এবং পরের কোন কোন আইন/বিধিমালা'র সাথে আইনগত দ্বৈততার সৃষ্টি হয় এবং বিইআরসি'র আইন এবং অন্যান্য আইনের প্রমানক এ বিভাগে দাখিলের বিষয়ে আলোচনা হয়।	বিআরসি'র সঙ্গে এ বিভাগের অধীনস্থ সংস্থা/কোম্পানির যে সকল কার্যক্রমের দ্বৈততা/সমস্যার সৃষ্টি হয় তার তালিকা প্রনয়ণপূর্বক বিইআরসি'র আইন এবং অন্যান্য আইনের প্রমানক এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে।	সকল দপ্তর/সংস্থা/ কোম্পানিসমূহ
১৪.	**বিবিধ:** সম্প্রতি তিতাস গ্যাস ট্রান্সমিশন এন্ড ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে একজন উপসচিব'কে ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে পদায়ন করা হয়েছে। সে পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত কর্মকর্তা এ বিভাগে যোগদান করেছেন। বর্ণিত কর্মকর্তা তার ম্যাজিস্ট্রেসি ক্ষমতা গ্যাস সেক্টরের পাশাপাশি তেল সেক্টরেও প্রয়োগ করবে মর্মে সভায় আলোচনা হয়। সভায় বর্ণিত কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদানের ক্ষেত্রে তেল ও গ্যাস উভয় সেক্টরের বিষয়টি উল্লেখ করার জন্য অভিমত ব্যক্ত করা হয়।	জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয় হতে প্রদায়নকৃত ম্যাজিস্ট্রেটকে তেল ও গ্যাস উভয় সেক্টরে ম্যাজিস্ট্রেসি দায়িত্ব পালনের জন্য ক্ষমতা প্রদান করতে হবে।	প্রশাসন-১ অধিশাখা

১৫। সভায় আর কোনো আলোচ্য না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

১৬/০৬/১৯

(আবু হেনা মোঃ রহমাতুল মুনিম)
সচিব